বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়

সীতানন্দ কলেজ

বিষয়

সমর সেন কবিতা; নগর চেতনা

গবেষিকা – মৌমিতা পড়ুয়া

রোল – PG/VUEGS49/BNG-IIS নম্বর – 2211

রেজিঃ নং – 1490134 of 2019-2020

শিক্ষাবর্ষ – 2022-2023

তত্ত্বাবধায়ক – ড. বিশ্বজিৎ মাইতি

নন্দীগ্রাম ❀ পূর্ব মেদিনীপুর

গবেষণা প্রকল্পের শিরোনাম

সমর সেন কবিতা; নগর চেতনা

গবেষিকার স্বাক্ষর

তত্ত্বাবধায়কের স্বাক্ষর

সারসংক্ষেপ

সমর সেনের কবিতায় নগর চেতনার স্বরূপ গবেষণা নিবন্ধটির রচনার মূল কারণ রবীন্দ্র পরবর্তী বাংলা কবিতায় কবি সমর সেনের কবি সত্তার স্বাতন্ত্র প্রতিপাদন এক্ষেত্রে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ের প্রেক্ষাপটে সমর সেনের কবিতায় নগর জীবন কোন স্বরূপ ধরা পড়েছে, তা দেখার চেষ্টা করেছি।

এক্ষেত্রে বাংলা কাব্যে নগর চেতনার সূচনা কোন সময় থেকে কাদের রচনার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে তার ধারাবাহিক বিবর্তনটি ধরার চেষ্টা করেছি।

মাত্র দশ বছরের কবি জীবনে নাগরিক কবি হিসেবে সমর সেনের কবিতায় নগর জীবনের বাস্তব স্বরূপ ধনতান্ত্রিক সভ্যতার অববাহিত রূপ মাণবিক মূল্যবোধের অবক্ষয় এবং এই সমস্ত কিছুর মাধ্যমে সাম্যবাদী জীবনের প্রতি সমর সেনের আকৃতি কী ভাবে ধরা পড়েছে তা বিশ্লেষণ চেষ্টা করেছি।

সমর সেনের কাব্যগ্রন্থ ছাড়াও তাঁর গদ্যগ্রন্থ বৃত্তান্ত এই বিশ্লেষণে সহায়ক হয়েছে। তাছাড়া পূর্ববর্তী আলোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, অশ্রুকুমার শিকদার, দীপ্তি ত্রিপাঠী, জগদীশ ভট্টাচার্য প্রমুখের আলোচনা সমর সেনের কবিতায় শিল্প গুণ ও সমর সেনের কবিতার মধ্যে প্রতিফলিত তাঁর জীবনদশকে চলতে সাহায্য করেছে।

সূচিপত্র

ক্রমিক নং.	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১)	ভূমিকা	2
২)	সমর সেন পূর্ববর্তী বাংলা কবিতায় নগর চেতনা স্বরূপ	3
৩)	সমর সেনের কবিতায় নগর চেতনার স্বরূপ	4
৪)	উদ্দেশ্য	8
৬)	উপসংহার	9
৭)	গ্রন্থসূচি	10

ভূমিকা

বিশ শতকের চল্লিশের দশকে বাংলা কবিতায় সমর সেনের আবির্ভাব প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সমগ্র বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, ধনতান্ত্রিক সভ্যতার যান্ত্রিক স্বরূপকে স্পষ্ট করে তুলেছিল এই প্রেক্ষাপটে বাংলা কবিতায় সমর সেনের আবির্ভাব। ধনতান্ত্রিক সভ্যতা ও নাগরিক জীবনে নেতিবাচক তাঁর কবিতায় মুখ্য উপাদান এক্ষেত্রে তাঁর কবি মানসে সাম্যবাদী জীবনচেতনার জন্য যে আকৃতি তারই প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর রচিত কাব্য।

কবি সমর সেন ছিলেন বাংলা ভাষায় সেই মহান কবি যিনি বাঙালি মধ্যবিত্তের ছ্যাবলামো কামনা বাসনাকে তাঁর বাংলা কবিতায় তুলে ধরেছেন। তাঁর কবিতা সংগ্রহ সমর সেনের কবিতা ১৯৫৪ সালে প্রকাশিত হয় কবিতা পত্রিকায় সম্পাদক নগর জীবনের ক্লেদ।

বস্তুত বাংলা কবিতায় সমর সেন রোমান্টিকতার বিরুদ্ধে যে প্রবল বিরোধী মনোভাব নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিল তারই ফলস্বরূপ তাঁর কবিতায় নগর-চেতনার বৈশিষ্ট্যগুলি ধরা পড়েছে।

সমর সেনের কবিতা কয়েকটিতে গদ্যের রচনার ভিতর দিয়ে কাব্যের লাবণ্য প্রকাশ পেয়েছে এই চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ মুখ্যত সমর সেনের প্রকাশ রীতির কথাই বলেছেন।

সমর সেন পূর্ববর্তী বাংলা কবিতায় নগর চেতনা স্বরূপ

১) নগর চেতনা : স্বরূপ

উনিশ শতকে ইংরেজ আগমন পরবর্তীকালে নগরের স্বরূপ – অর্থনীতির বিয়ন্ত্রক ব্যক্তিস্বতন্ত্র্য- উনিশ শতকে এই নগর জীবন ছিল ইতিবাচক। কিন্তু বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালে এই নগর জীবনের নেতিবাচক স্বরূপ প্রকাশিত হয়েছে। ১. ব্যক্তির নৈঃসঙ্গ ২. অর্থনীতিই মানবিক মূল্যবোধের নিয়ন্ত্রক- প্রেম সমাহ মানবিক সম্পর্ক। ৩. ভোগবাদী ও জীবন চেতনা। এক কথায় ধর্মতান্ত্রিকতায় নৈতিবাচক স্বরূপ নগর চেতনার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে।

২) পূর্ববর্তী বাংলা কবিতায় নগর চেতনা

রাতে মানা দিনে মাছি / এই নিয়ে কলকাতায় আদি। ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায়, রবীন্দ্রনাথের কবিতায়, কল্লোল পর্বের প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতায়।

৩) সমর সেনের কবিতায় নগর চেতনার স্বরূপ

সমর সেনের কবিতায় নগর চেতনার যে নেতিবাচক স্বরূপ পাই। তার মূলে আছে ধনতান্ত্রিক সভ্যতার প্রতি কবির বিরাগ সমাজে তন্ত্রের প্রতি অবস্থায়, ধনতন্ত্রের নেতিবাচক দিক গুলিকে সমাজতান্ত্রিকের সচেতনায় বিশ্লেষণ করেছেন। সমর সেনের সময় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী ১. মানবিক মূল্যবোধের অবস্থান, ২. প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী কালের অর্থনৈতিক অবস্থান, ৩. রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক কাব্যদশের বিরোধিতা সমর সেনের কবিতায় পাই – মহুয়ার দেশ, নাগরিকা, পোড়ো মাটি, ইতিহাস।

সমর সেনের কবিতায় নগর চেতনার স্বরূপ

কবি সমর সেনের কবিতায় প্রকাশিত নাগরিক চেতনা সম্পর্কে আলোচনার সূচনাতেই কবির ব্যক্তি জীবন হয়ে ওঠে আবশ্যিক অধ্যয়নের কেন্দ্রবিন্দু পাশাপাশি চলে আসে তাঁর কালের কাব্য জগতের নানা প্রবণতা সাহিত্যচর্চার বিবিধ ক্ষেত্র সমূহ এবং সে সবের সঙ্গে কবির একান্ত সম্পৃক্ততার প্রসঙ্গ কারণ একজন কবি তাঁর কাব্যচর্চার উপাদান সমূহ পরিবার এবং পরিপার্শ্ব হতে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের মাধ্যমে তা পরিপূর্ণ হয়। সেক্ষেত্রে শৈশবেই পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ ঠাকুরদাদাকে তৃপ্ত করেছিল। সাহিত্যচর্চাসহ সমাজ দেশ রাজনীতি বিষয়ক নানা আলোচনায় দুজন প্রায়ই নিমগ্ন হতেন। কবি সমর সেন প্রথম কাব্যগ্রন্থ কয়েকটি কবিতা (১৯৩৭) উৎসর্গ করেছেন কম্যুনিস্ট পার্টির অন্যতম সংগঠক মোজাফর আহমেদকে বই প্রকাশের জন্য বিক্রি করেছিলেন স্বর্ণপদক। নিজের পড়ালেখা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন সেখানে সমর সেনের নাগরিক কবি পরিচয়ই প্রধান, পাশাপাশি কবিতা পঙ্ক্তিতে মার্কসবাদ পেয়ে নতুন বিশ্বদৃষ্টি এবং 'আশাবাদ নানাকথা' (১৯৪২) সমর সেনের তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ এখানে স্থান পেয়েছ ১৯৪০ থেকে ১৯৪২ সালের মধ্যে রচিত কবিতা সমূহ এ সমস্ত কবিতায় বিছিন্নতা একান্ত অন্ধকার হতাশা ক্লান্তি আরও গাঢ় হয়েছে। মধ্যবিত্তের অবক্ষয়িত চিত্র বৈশ্বিক অস্তিরতা মার্কসবাদ সমকালীন দেশীয় ও আর্ন্তজাতিক সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট উপজীব্য হয়েছে 'খোলা চিঠি' (১৯৮৩) গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে।

তখনই সমর সেনের প্রতিভা বুঝতে পেরেছিলেন বুদ্ধদেব বসু বন্দীর বন্দনা কাব্যগ্রন্থকে তুলনায় রেখে সমর সেন প্রসঙ্গে লিখলেন নবযৌবনের কবিতা প্রবন্ধটি সেটি পরবর্তীতে কালের পুতুল গ্রন্থে স্থান পায় সেখকানে আমাদের জানালেন বন্দীর বন্দনা ও কয়েকটি কবিতা-গ্রন্থ দুটি রচনা কালে তাঁর ও সমর সেনের বয়স প্রায় সমান হলেও কবিতা রচনার ক্ষেত্রে সমর সেন কিন্তু বেশি আধুনিক, এখানে বিশেষণ

যোগে বুদ্ধদেব বসু জানাচ্ছেন সমর সেন বেশি আধুনিক। সেটি কীরূপ? কবি নিজেই যুক্তি দিয়ে বলেছেন, **"ইতি মধ্যে আট দশ বছর কেটে গেছে, দেশের হাওয়া আরো কিছু বদলেছে, তুলনা করলে এইটেই দেখা যাবে যে কয়েকটি কবিতা কাল প্রভাবে কিছু বেশি আধুনিক.....।"** বন্দীর বন্দনার বিদ্রোহ ছিল। সমর সেন এই অস্থির সময় প্রবাহকে অস্বীকার করতে সক্ষম হন নি। পেছেনের ব্যর্থ পুঁজির দিকে দৃষ্টিপাত করলে নবজীবনবোধে বেঁচে থাকা অর্থহীন মনে হয়। বিকৃত লালসাপূর্ণ জীবন থেকে যেন মুক্তির পথ নেই।

কবি দেখেছেন কলকাতা নগরী পরিণত হয়েছে উৎকোচের নগরীতে। জনগণের দৈনন্দিন সাধারণ কর্ম কাণ্ডের মধ্যেই অনুপ্রবেশ ঘটেছে এছাড়া নগর জীবনের অন্য ইমেজে ফুটে উঠেছে। গণিকার মতই অবক্ষয় মথিত নগর জীবনে রয়েছে প্রসাধনচর্চার হিড়িক। রাত্রির আলোকসজ্জা বর্ণিত পোষ্টার কৃত্রিম রঙয়ের প্রতাপ কলকাতা নগরীকে ভোগ্য পণ্যে পরিণত করেছে।

আসলে নাগরিক জীবনের বেড়াজাল থেকে মুক্তি লাভের আকুতিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত ছিলেন কবি। সেই কারণে তাঁর কবিতাতে নাগরিক মানুষ নষ্ট নীড়ের বাসিন্দা। কিন্তু বাঁচার আকাঙ্ক্ষা তার সুতীব্র, অথচ আমরা জানি গড্ডল প্রবাহে নিমজ্জিত নাগরিক জীবন নির্জীব নিস্ফল, কুৎসিত ও নিরর্থক। সুতরাং এই গ্লানিধুসর জীবনধারা থেকে মুক্তির পথ খুঁজে বের করতে হবে, এই স্বপ্ন প্রত্যাশাকে বক্ষে ধারণ করে, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দুর্বল অক্ষম অবস্থানকে পুঁজি করেও কাব্যরচনায় ব্রতী হয়েছেন।

(ঘ) লেনদেন প্রভৃতি, অতএব, কৃষি বিপ্লবের পরবর্তী কালে নতুন নতুন আবিষ্কার হয়। তার মধ্যে রয়েছে লাঙ্গল, চাকাযুক্ত গাড়ি, নৌকার পাল প্রভৃতি। সেচ ব্যবস্থা ও পণ্য উৎপাদন প্রণালীতে উন্নত পদ্ধতির আবিষ্কার হয়।

বহুবিচিত্র ভাবে কলকাতার সাথে সমর সেনের সংযোগসূত্রে খুঁজবার পর, এই কথা বলা যেতে পারে, সমর সেন কলকাতাকে যে ভালো বেসেছিলেন তা ঠিক নয়

তেমনি আবার মনে প্রাণে শহককে ঘৃণাও করতে পারেননি আসলে কবির বেড়ে ওঠার নিয়ামক হয়েছিল শহরের নানান অনুষঙ্গ তাছাড়া কলেজে পাঠকালের দুঃসাহসী সিদ্ধান্ত ছিলেন অটল। সহপাঠীদের সহচার্যে প্রকাশ করেছিলেন To day নামে একটি ইংরেজি দ্বিমাসিক পত্রিকা সেখানে পরিবার পরিকল্পনা প্রসঙ্গে প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়ায় বিব্রত হয়েছিলেন কলেজের অধ্যক্ষ। এ সময়েই বয়ঃসন্ধি কালীন অস্থিরতায় পিতার মতবিরোধ ঘটায় গৃহত্যাগ করেছিলেন। উঠে ছিলেন হোস্টেলে এবং আত্মহত্যার চেষ্টায় পটাসিয়াম সায়ানাইডও সংগ্রহ করেছিলেন। প্রকৃত পক্ষে কলকাতায় নগরজীবনের অর্থনৈতিক সামাজিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে নবচেতনার ঢেউ লেগেছিল। তখন বাঙালির উনিশ শতকীয় জীবনযাত্রা বিশ্বাস, ভাবচিত্তে পরিবর্তনের ছোঁয়া লেগেছে। শিক্ষিত বাঙালির হয়ে পড়েছেন কলকাতা কেন্দ্রি। মানুষ নিজের প্রয়োজনে আগুনের ব্যবহার শিখেছে। আবিষ্কার করছে বর্ণমালা ও লিপি। ক্রমে এক সময় জ্ঞানচর্চার উৎকর্ষ সাধিত হলে, প্রকৃতির উপর নিজের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছে। এভাবে যখন অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চয়তা লাভ করে। সে কারণে বহু সমালোচকই সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে সমার্থক ভাবেন। কিন্তু এ দুটি শব্দ সমার্থক নয়। অর্থ ও ব্যঞ্জনায় উভয়ে ভিন্নতর। সংস্কৃতি মানুষের আভ্যন্তরীণ বিষয়। এ প্রসঙ্গে সমালোচকে গোপাল হালদার বলেছেন –

"সংস্কৃতি বলিতে শধু যে ঘর-বাড়ি, ধন-দৌলত, যানবাহন বুঝায় তাহাও নয়। শধু রীতি-নীতি আচার-অনুষ্ঠান বুঝায় তাহাও নয়। সংস্কৃতি বলিতে মানসদর্শনও বুঝায়। চিন্তা কল্পনা, দর্শন, ধ্যান ধারণা, এই সবও বুঝায় তাহাও আমরা জানি।"

আমরা জানি, অস্ট্রেলিয় প্রত্নতত্ত্ববিদ ভি, গার্ডন চাইল্ড নগর বিপ্লব (Urban Revolution) শব্দটি সর্ব প্রথম ব্যবহার করেন। সভ্যতার বিবর্তনের ধারায় খিস্টপূর্ব তিন হাজার অব্দের পূর্বের এই নগর বিপ্লব সংগঠিত হয় দেখা যায়, এই বিপ্লবের পিছনে কতগুলো সুনির্দিষ্ট কারণ আছে তা হল (ক) নতুন নতুন আবিষ্কার (খ) সেচব্যবস্থা ও উন্নত উৎপাদন পদ্ধতি (গ) উন্নত আবাসন ও দালান

ধুর্জটি প্রসাদ সমর সেনের কবিতায় লক্ষ করেছিলেন Newness of their mood and content তবে ইউরোপ তা ইতিপূর্বেই এসেছিল। নাগরিক আবহকে সমর বাবু বারংবার ধুসর মনে করেন যেখানে "অন্ধকার ঝুলছে শূকরের চামড়ার মতো, এবং সন্ধ্যা নামল শীতের শকুনের মতো। Animal imageries আসে বারংবার। মন মেঘ জমে আছে/শীতের অজগরের মতো অথবা বিষাক্ত সাপের মতো আমার রক্তে/তোমাকে পাবার বাসনা অথবা এপ্রিলের বসন্ত উজ্জ্বল ক্ষুধিত জাওয়ার যেন। অথবা নিঃসঙ্গ পশুর মতো রাত্রি আসে, বা রাত্রে চাঁদের আলোয় শূন্য মরুভূমি জ্বলে/বাঘের চোখের মতো" এই পশুর আবহ মাঝে মাঝে জীবনান্দকে মনে করিয়ে দেয়। হয় কাব্যগ্রন্থ গ্রহণ (১৯৪০) স্পষ্টত রাহগ্রস্ত দেশ কাল পটের ছবি। আর এখানে আসে রবীন্দ্রনাথের লেখা থেকে বিস্তর ব্যবহার। রবীন্দ্র পঙ্ক্তি বা প্রসঙ্গকে ভিন্নার্থে ব্যবহার বিষ্ণু দে ও কম থাক না। সমর সেনের ইতিহাস সচেতনতার কথা অনেকেই বলেছেন কখনও তা স্পষ্ট, প্রত্যক্ষ, কখনও ঈঙ্গিত গর্ভ।

উদ্দেশ্য

প্রতিটি সাহিত্য রচনার পেছনে কবি সাহিত্যবাদের যেমন একটি উদ্দেশ্য থাকে তাদের সেই উদ্দেশ্যকে রূপ দানের জন্য তাঁর রচনা বা সৃষ্টি কর্ম নির্মাণ করে থাকেন ঠিক তেমনি আমার প্রকল্প রচনারও একটি উদ্দেশ্য সেগুলি হল –

১. সমর সেন তাঁর কবিতাগুলিকে কোন প্রেক্ষাপটের আলোকে নির্মাণ করেছিলেন তা প্রকল্পের মধ্যে তুলে ধরা আমার একটি উদ্দেশ্য।

২. সমর সেন কবিতায় শব্দ চিত্রকল্প উপমা প্রভৃতির প্রয়োগে কবির বিশিষ্টতার দিকটি প্রকল্প রূপায়নের আমার অন্যতম উদ্দেশ্য।

৩. নাগরিক জীবনে জটিলতা ক্লান্তি ও মুক্তি সন্ধানে কবি মহুয়া দেশে গিয়েছিলেন আসলে এই নাগরিক জটিলতা কী তা আমার প্রকল্পের রূপায়িত করেছি।

উপসংহার

আধুনিক বাংলা কাব্যে নাগরিক জীবন-যৌবনের কবি হলেন সমর সেন। প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে তীব্র সংবেদনশীল ও অভিমানী যৌবনের বেদনা নিয়ে বাংলা কাব্যের আসরে আবির্ভূত হয়েছিল সমর সেন। যৌবনের স্পর্শকাতরতা, বিক্ষোভ ও বিদ্রোহ যেন তাঁর কবিতায় ক্লান্তির ম্লান ছায়ায় আচ্ছন্ন এবং বুদ্ধদেব বসুর ভাষায় নাগরিক জীবনের খণ্ড খণ্ড ছবি বা উল্লেখ কোনো কোনো আধুনিক কবিতাতে থাকলেও সমগ্র ভাবে আধুনিক নগরজীবন সমর সেনের কবিতাতেই প্রথম ধরা পড়লো। সমর সেন শহরের কবি কলকাতার কবি, আমাদের আজকালকার জীবনের সমস্ত বিচার বিক্ষোভ ও ক্লান্তি কবি।

সমর সেন ছিলেন শহরের কবি, যে শহর ধনতান্ত্রিক যান্ত্রিক সভ্যতার আধুনিক ফল। ঘরে বাইরে কবিতায় লিখেছেন –

কোনো নগরে একদিন যেন ছিল
চারিদিকে মেখলার মতো শালবনের অন্ধকার
পাহাড়ের মতো মেঘবর্ণ প্রাসাদ স্বয়ংবরা প্রেম।

কাব্যের কারু কর্মের রয়েছে অভিনবত্ব। ধ্বংসোন্মুখ জীবনকে তিনি পুরোপুরি ছন্দ শাসনমুক্ত গদ্যছন্দে এমন রূপ দিয়েছেন যা যথার্থ অর্থেই আধুনিক। সমর সেনের এই গদ্যছন্দে পদ্যের সামান্যতম দোলাও নেই। যেমন আমার রক্তে খালি তোমার সুর বাজে, এবসন্তের বাগান ভেসে যাবে রক্তস্রোতে প্রভৃতি।

চিত্রকল্প রচনায়ও তাঁর কৃতিত্ব যথেষ্ট। যেমন রাত্রে চাঁদের আলোয় শূন্য মরুভূমি জ্বলে/বাঘের চোখের মতো, কিম্বা মধ্যদিনের সূর্য, মনে হয়/এক অতিকায় তৃষ্ণার্ত মহিষের চোখ/শূন্য থেকে একমনে জলাশয় খোঁজে।

গ্রন্থসূচি

আকরগ্রন্থ

১. সমর সেনের কবিতা।

সহায়ক গ্রন্থ

১. আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয় – দীপ্তি ত্রিপাঠী।

২. আমার কালের কয়েকজন কবি – জগদীশ ভট্টাচার্য।

৩. আধুনিক কবিতায় দিগ্বলয় – অশ্রুকুমার শিকদার।

৪. গদ্য সংগ্রহ – অলোক রঞ্জন দাশগুপ্ত।

৫. আধুনিক বাংলা কবিতায় রূপরেখা – বাসন্তী কুমার মুখোপাধ্যায়।

৬. আধুনিক বাংলা কাব্যের গতিপ্রকৃতি – শুদ্ধসত্ত্ব বসু।

৭. আধুনিক কবিতায় ভূমিকা – সঞ্জয় ভট্টাচার্য।

৮. Oxford Lectures on Poetry – A.C. Bradley

৯. আধুনিক বাংলা কবিতা ও বিচার বিশ্লেষণ – বীরেন্দ্র সিংহরায়।

১০. কবিতায় ভাষা কবিতার ভাষা – বীতশোক ভট্টাচার্য।

Maity
12.5.23